মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন

‘নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবন্ধ হই, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বেগম রোকেয়া দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা এবং সমাজে বিশেষ অবদান রাখা অদম্য নারীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার নিশ্চিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার উপর জোর দেন।

আলোচনা সভার পরে, সমাজে বিশেষ অবদান রাখা অদম্য নারীদের সংবর্ধনা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের মেধা, সাহস ও কর্মদক্ষতা দিয়ে সমাজকে আলোকিত করা কয়েকজন নারীকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

আলোচনার আগে, সকাল ১১টার দিকে জেলা প্রশাসন, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও মহিলা সংস্থার আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে থেকে বর্ণাঢ্য র্যালিটি বের হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী-শিক্ষক, নারী নেত্রী এবং সমাজের নানা স্তরের মানুষ

প্ল্যাকার্ড হাতে র্যালিতে অংশ নেন।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত

‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বে আগামীর শুদ্ধতা’ এ প্রতিপাদ্যে ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালিত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ঝিনাইদহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের আয়োজনে এ দিবস পালিত হয়।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সংগীতের পরিবেশনের মধ্যদিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় জাতীয় পতাকা ও দুদকের পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। পরে দিবস উপলক্ষে র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দুদকের আঞ্চলিক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে মানববন্ধনে মিলিত হয়।

মানববন্ধনে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, দুদকের উপ-পরিচালক তরুন কান্তি ঘোষ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনেআরা সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দুর্নীতিকে “না” বলার আহ্বান জানান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মুজিবনগরে ভুল ব্যানারে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

“দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের ঐক্য, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে এবং উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ও “দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক আলোচনা সভা পালিত হয়েছে।

তবে আয়োজক ও সহযোগী উভয় পক্ষই ভুল ব্যানারে কর্মসূচি পালন করে সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন। এ ছাড়া মুজিবনগর থানার সাবেক ওসিকে বিশেষ অতিথি করা এবং নিজেদের মধ্যে ক্রেস্ট প্রদান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মঙ্গলবার সকাল ৯টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। পতাকা উত্তোলন শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে ভুল ব্যানার টানিয়ে “দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্সের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুজিবনগর থানার সাবেক ওসি মিজানুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) গৌতম কুমার, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাকের আলী।

আলোচনা সভা শেষে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সহযোগী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক বাকের আলী, সহ-সভাপতি শাহানাজ খাতুন এবং সদস্য ইয়ামিন

ইসলাম।

মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।

ঝিনাইদহে হানাদার মুক্ত দিবস পালন

শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ঝিনাইদহে পালিত হলো হানাদারমুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে ৬ ডিসেম্বরপাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে মুক্তিকামী সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা ঝিনাইদহকে মুক্ত ঘোষণা করেন। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।
পরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এ বি এম খালিদ হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা কমান্ডের আহ্বায়ক আব্দুল মজিদ মাস্টার, যুগ্ম আহ্বায়ক কামালুজ্জামান, জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশাসহ অন্যান্য বক্তারা বক্তব্য রাখেন। সেসময় বক্তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানান। তারা বলেন, শহীদদের ত্যাগকে স্মরণ করে প্রজন্মকে দেশ গড়ার কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই হবে আজকের প্রতিজ্ঞা।

আজ ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস

আজ ৬ ডিসেম্বর। ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর হানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় দিক—বিদিক হারিয়ে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর শেষ দলটি ৫ ডিসেম্বর বিকেল থেকে গোপনে মেহেরপুর ছাড়তে থাকে। পরের দিন ৬ ডিসেম্বর রাজনৈতিক মর্যাদাপুর্ণ মেহেরপুর জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

২ ডিসেম্বর গাংনী হানাদার মুক্ত হলে শিকারপুরে (ভারত) অবস্থিত মুক্তি বাহিনীর এ্যাকশন ক্যো¤পর ক্যাপ্টেন তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক (এসডিও) তৌফিক ইলাহী চৌধুরী হাটবোয়ালিয়ায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিত ভাবে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করে। সীমান্তে পাকবাহিনীর পুঁতে রাখা অসংখ্য মাইন অপসারনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পুরোপুরি ভাবে হানাদার মুক্ত হয় ৬ ডিসেম্বর। ঐদিন মেহেপুরের জনসাধারণ এবং আপামর মুক্তিযোদ্ধারা সর্বস্তরের লোক একযোগে রাস্তায় নেমে পড়ে আনন্দে উল্লাসিত হয় এবং মিষ্টি মুখ করে উল্লাসে মন প্রফুল্ল হয়।

এদিকে, মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। সকাল সাড়ে ৮টায় মেহেপেুর সরকোরি কলেজ মোড়ে অবস্থিত স্মুতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

দর্শনায় পৃথক দুই স্থানে দর্শনা মুক্ত দিবস পালিত

দর্শনায় পৃথক দুইটি স্থানে ৪ ডিসেম্বর দর্শনা মুক্ত দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় দর্শনা পৌর কমান্ডের উদ্যোগে দর্শনা পুরাতন বাজার মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয়ের সামনে

জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

পরে মুক্তিযোদ্ধারা একটি র্যালি নিয়ে দর্শনা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল ইসলাম এবং দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান খাজা আবুল হাসনাত। মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলন করেন দর্শনা পৌর কমান্ডের বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক ও দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ আলী, বদরুল আলম ফিট্টু, জাকির হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল হাকিম, আব্দুল বারিক, আনিছ উদ্দিন ও মনিরুজ্জামান।

এছাড়া বিকাল সাড়ে ৩টায় দর্শনা মুক্তমঞ্চে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট দর্শনা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্ত দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দর্শনা শাখার সাধারণ সম্পাদক এ কে এম রবিউল আলম। প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ জাসদের জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির স্থায়ী সদস্য।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা বিল্লাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান প্রমুখ।

আজ দর্শনা মুক্ত দিবস

আজ ভয়াল ৪ ডিসেম্বর, দর্শনা মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে দর্শনাকে মুক্ত করতে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী যৌথভাবে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রাতভর যুদ্ধ করে। ভোর সাড়ে ৬টার দিকে দর্শনা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর বাড়াদির অপার ভারত ক্যাম্পে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ নিয়ে রাতের খাবার খেয়ে রওনা দেন। এরপর বাংলাদেশ সীমান্তের নাস্তিপুর মাঠে এসে যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি নিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার নুর হাকিম, কাসেদ আলী ও আবুল খায়েরের নেতৃত্বে ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর ক্যাপ্টেন মুকিতের নেতৃত্বে প্রায় ১৫০ জন মিত্রবাহিনী দামুড়হুদার গোবিন্দপুরের পাশ দিয়ে বরারার নৌকা ব্যবহার করে প্রতাপপুর ও গোবিন্দপুরের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে রাত ১০টার দিকে মাথাভাঙ্গা নদী পার হন। এরপর তাঁরা পরাণপুর ও লোকনাথপুর মধ্য দিয়ে নলগাড়ীর রাস্তা হয়ে লোকনাথপুর মাঠ, ধাপড়ী রাস্তা পার হয়ে বটজল ও তালবাগান মাঠের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেন। এরপর পুরো রাতজুড়ে ব্যাংকার কেটে অ্যামবুশ নিয়ে অপেক্ষা করেন যোদ্ধারা।

আরেকটি দল মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুস সামাদ ও আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে জীবননগর–উথলী রেললাইন ধরে দর্শনার দিকে এগিয়ে আসে। একই সময়ে মোবারক হোসেনের নেতৃত্বে আরও একটি মুক্তিযোদ্ধা দল ও মিত্রবাহিনী গেদে সীমান্ত থেকে এসে দর্শনায় অবস্থান নেয়।

কমান্ডারের নির্দেশে রাত ৩টার দিকে পরাণপুর বেলে মাঠ, শান্তিপাড়া সংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত পাক হানাদার বাহিনীর উপর ত্রিমুখী হামলা শুরু করে যৌথবাহিনী। পাকবাহিনী কিছু বুঝে ওঠার আগেই একের পর এক সেল, এসএমজি ও এস-লারেল গুলির বৃষ্টি নামতে থাকে। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। উভয় পক্ষের গোলাগুলি চলতে থাকে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। যৌথবাহিনীর ত্রিমুখী আক্রমণে পাকবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং দিকবিদিক ছুটে পালাতে থাকে।

এ সময় মিত্রবাহিনীর দুটি ট্যাংক যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যায়। ট্যাংকের আক্রমণে পাক হানাদার বাহিনী সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ভোর সাড়ে ৬টার আগেই পাকবাহিনী দর্শনা রেললাইন ও সড়ক পথ ধরে চুয়াডাঙ্গার দিকে পালাতে থাকে। এ যুদ্ধে পাকবাহিনীর প্রায় দেড়শ’ এর বেশি সৈন্য নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধা সিরাজগঞ্জের ইপিআর সদস্য আবুল কাশেমের ডান পা সেলের আঘাতে উড়ে যায় এবং আরও একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

পরে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর নেতৃত্বদানকারী ক্যাপ্টেন মুকিত ও মিস্টার বুফার দর্শনা কেরু চিনিকলের প্রধান কার্যালয়ের সামনে

বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। লাল–সবুজের পতাকা উত্তোলনের সময় মিস্টার বুফার সালাম গ্রহণ করেন।
এভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর যৌথ অভিযানে দর্শনা পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে ৩৪তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বুধবার জেলা প্রশাসন, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে দিবসটি উদযাপিত হয়। সকালে বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে জেলা প্রশাসন চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও মানবিক দায়িত্ব।

তাদের সমাজের মূলধারায় যুক্ত করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা প্রতিবন্ধী অফিসার তুলসী কুমার পালসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সেবা গ্রহণকারী এবং অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে নারী নির্যাতনের

বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস পালন

‘নারীর জন্য রাজনীতি করি, সহিংসতা রোধে একসাথে লড়ি’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে দুর্বার নেটওয়ার্ক ও ওয়েলফেয়ার এফোর্টস। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেনীপেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় দুর্বার নেটওয়ার্কের সদস্য শরিফা খাতুন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এন এম শাহজালাল, হাফিজুর রহমান, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুমার কুন্ডু, উই এর প্রজেক্ট অফিসার রশিদা খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা নারীদের প্রতি সহিংসতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নির্যাতন বন্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস

উপলক্ষে গোলটেবিল বৈঠক

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের হল রুমে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ ও জলবায়ু নারী ক্লাবের আয়োজনে এবং কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি)’র সহযোগিতায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল করিম।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি)’র এরিয়া কো-আর্ডনেটর মোঃ হাবিবুর রহমান।

এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ হায়দার আলী, পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম, আইনজীবি এ্যাড. নাসির উদ্দীন বিশ্বাস, সাংবাদিক বসির আহাম্মেদ, ধোপাবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মিজানুর রহমান, রামনগরের পুরোহিত সুশীল কুমার বাগদী, আদিবাসি ফোরামের সভাপতি নীল কান্ত বিশ্বাস, নারী জলবায়ু ক্লাবের সভাপতি ফুলমতি বেগম, সদস্য শাহনাজ পারভিন, তহমিনা খাতুন মিম, লক্ষী রানী, আশা লতা রানী, ইউনিয়ন পরিষদেও হিসাব রক্ষক রফিকুল ইসলাম, ইউপি সদস্য হারুন-অর-রশিদ, (সিডিপি)’র ভোকাল পার্সন পারভীন নাহার ও মেহেদী হাসান প্রমূখ।